সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪০৫
WEEKLY BOOKLET:405

মদীনার যিয়ারত

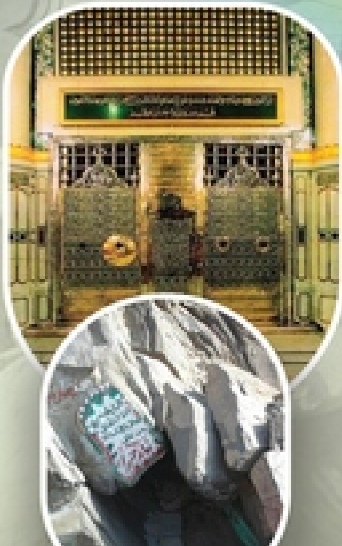

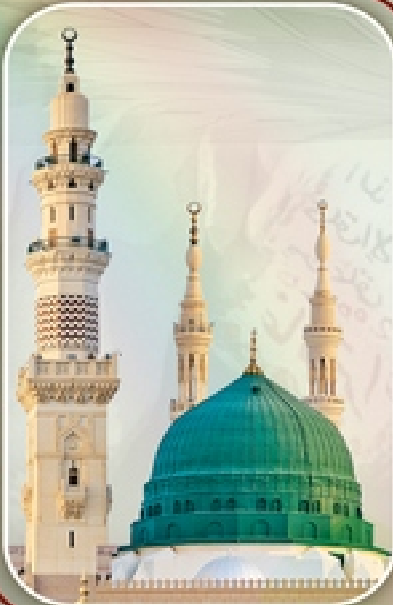

"মদীনায়ে মুনাওয়ারার" ১২টি নাম ০৩
মদীনা শরীফের কষ্ট সহ্য করার ফযিলত ১০
মদীনা শরীফের ১৭টি বিশেষত্ব ১২
মসজিদে নববী শরীফে নামাযের ফযিলত ১৭

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মদীনার যিয়ারত

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে এই পুস্তিকা **"মদীনা যিয়ারত"** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে মদীনা শরীফে আদব সহকারে যাওয়ার তাওফিক দান কর এবং তার মা-বাবা ও পরিবারসহ সকলকে বিনা হিসাবে ক্ষমা কর।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার উপর দিনে এক হাজারবার দরুদে পাক পাঠ করবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত মরবে না যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে তার নিজের ঠিকানা দেখে না নেয়।

(আত তারগিব ওয়াত তারহিব, ২/৩২৮, হাদিস: ২২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনাতুল মুনাওয়ারার ফযিলত

اَلْحَمْدُ لِلّٰه মদীনা শরীফের স্মরণ আশিকে রাসূলের জন্য হৃদয়ে প্রশান্তির কারণ। মদীনার প্রেমিকরা এর বিচ্ছেদে ছটপট করে এবং যিয়ারতের জন্য সীমাহীন আগ্রহী হয়ে থাকে। দুনিয়ার যত রকমের ভাষায় যত পরিমাণ কসিদা মদীনায়ে মনোওয়ারার সফর ও বিচ্ছেদ এবং সেটার

www.dawateislami.net

দিদারের আশায় পড়া হয়েছে বা পড়া হয়ে থাকে তত পরিমাণ কসিদা পৃথিবীর অন্য কোন শহর বা অঞ্চলের জন্য পড়া হয়নি বা পড়া হয় না, যে ব্যক্তি একবারই মদীনার যিয়ারত করেছে তাকে আমি ভাগ্যবান মনে করি আর মদীনায় কাটানো মনোরোম মূহুর্তগুলো সর্বদার জন্য স্মৃতি হয়ে থাকবে। কোন আশিকে রাসূল খুব সুন্দর বলেছেন!

ওহী সাআতেঁ থি সুরুর কি ওহী দিন থে হাসিলে যিন্দেগী
বাহুযুর শাফেয়ে উম্মতাঁ মেরি জিন দিনো তালাবী রহী

"মদীনাতুল মুনাওয়ারার যিয়ারত" এর পূর্বে দিদারে হাবীবের কিছু ফযিলত লক্ষ্য করুন যাতে হৃদয়ে মদীনার ভালোবাসা ও ভক্তি আরও বৃদ্ধি পায়:

কুরআনে পাকে মদীনার আলোচনা

কুরআনে কারীমে অসংখ্য জায়গায় মদীনায়ে পাকের আলোচনা করা হয়েছে যেমন পারা: ২৮, সূরা মুনাফিকুন, আয়াত নম্বর ৮ এ রয়েছে:

يَقُوۡلُوۡنَ لَئِنۡ رَّجَعۡنَاۤ اِلَى الۡمَدِيۡنَةِ لَيُخۡرِجَنَّ الۡاَعَزُّ مِنۡهَا الۡاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ الۡعِزَّةُ وَلِرَسُوۡلِهٖ وَلِلۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَلٰـكِنَّ الۡمُنٰفِقِيۡنَ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ‏

(পারা: ২৮, সূরা মুনাফিকুন, আয়াত: ৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তারা বলে, 'আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে অবশ্যই যে বড় সম্মানিত সে সেখান থেকে তাকেই বের করে দিবে, যে অত্যন্ত লাঞ্ছিত। আর সম্মান তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্যই, কিন্তু মুনাফিকদের নিটক খবর নেই।

www.dawateislami.net

"মদীনায়ে মুনাওয়ারার" ১২টি নাম

ওলামায়ে আহলে সুন্নাত মদীনায়ে মুনাওয়ারার প্রায় ১০০টি নাম লিখেছেন এবং পৃথিবীর অন্য কোন শহরের এতটি নাম নেই। বকরত অর্জনের জন্য এখানে শুধুমাত্র ১২টি পবিত্র নাম উল্লেখ করা হচ্ছে: (১): মদীনা (২): মদীনাতুর রাসূল (৩): তায়্যিবা (৪): দারুল আবরার (৫): ত্ববা (৬): মুবারকা (৭): নাজিহা (৮): আসিমা (৯): শাফিয়া (১০): হাসানা (১১): জাযিরাতুল আরব (১২): সায়্যিদাতুল বুলদান।

নামে মদীনে লে দিয়া চলনে লাগি নাসিমে খুলদ
সোযিশে গম কো হাম নে ভী কেইসে হুয়া বাতায়ি কিউ

(হাদায়িকে বখশিশ, ৯৬ পৃ:)

মদীনাতুল মুনাওয়ারায় মৃত্যুবরণ করার ফযিলত

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মদীনায় ইন্তেকাল করার সামর্থ রাখো সে যেন মদীনাতেই মারা যায় কেননা যে মদীনায় মরবে আমি তার জন্য সুপারিশ করবো আর তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবো।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪৯৭, হাদিস: ১৪৮২)

যমিঁ তোড়ি সি দেয় দেয় বাহ্‌রে মাদফন আপনে কু ছে মে
লাগা দে মেরে পিয়ারে মেরি মিট্টি ভী ঠিকানে ছে

(যওকে নাত, ২১৫ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দাজ্জাল মদীনায়ে মুনাওয়ারায় প্রবেশ করতে পারবে না

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধিময় ইরশাদ হলো: عَلٰى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلَائِكَةٌ لَّا يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلَا الدَّجَّالُ অনুবাদ: মদীনায় প্রবেশকারী সমস্ত রাস্তায় ফেরেশতা রয়েছে, তাতে মহামারী ও দাজ্জাল প্রবেশ করবে না। **(বুখারী, ১/৬১৯, হাদিস: ১৮৮০)**

মদীনাতুল মুনাওয়ারা প্রত্যেক বিপদ থেকে নিরাপদ

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী: "সেই সত্তার শপথ যাঁর কুদরতি হাতে আমার প্রাণ! মদীনা শরীফে এমন কোন উপত্যকা আর পথ নেই যার জন্য দুইজন ফেরেশতা নেই, আর তারা সেটাকে হেফাযত করছে।" **(মুসলিম, ৭১৪ পৃ:, হাদিস: ১৩৭৪)**

ইমাম নববী (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) বলেন: এই রেওয়ায়েতে মদীনাতুল মুনাওয়ারার ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে এবং নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগে সেটার হেফাযত করা হতো, অধিক সংখ্যক ফেরেশতা হেফাযত করতো এবং তারা সমস্ত উপত্যকাগুলো নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান বৃদ্ধির জন্য ঘিরে রেখেছে। **(শরহে সহীহ মুসলিম লিন নববী, ৫/১৪৮)**

মালায়িকা লাগাতে হে আঁখো মে আপনি
শব ও রোয খাকে মাযারে মদীনা

(যওকে নাত, ২১২ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মদীনার তাজা ফল

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, মানুষ যখন সর্ব প্রথম মৌসুমী ফল দেখে, সেটা রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে নিয়ে আসতো, নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেটা নিয়ে এইভাবে দোয়া করতেন: ইলাহী! তুমি আমাদের জন্য আমাদের ফলের মধ্যে বরকত দান কর আর আমাদের জন্য আমাদের মদীনায় বরকতময় কর এবং আমাদের ওজনে বরকত দান কর, হে আল্লাহ! (পাক) নিশ্চয়ই ইব্রাহিম তোমার বান্দা ও তোমার খলিল এবং তোমার নবী। আর নিশ্চয়ই আমি তোমার বান্দা ও তোমার নবী। তিনি মক্কার জন্য তোমার কাছে দোয়া করেছেন আর আমি মদীনার জন্য তোমর নিকট দোয়া করছি, তাঁর মতো যার দোয়া মক্কার জন্য তিনি করেছেন আর ততটুকু (অর্থাৎ মদীনার বরকত মক্কা থেকে দ্বিগুণ যেন হয়)। অতঃপর যেই ছোট বাচ্চা সামনে থাকতো তাকে ডেকে ওই ফল দিয়ে দিতো। **(মুসলিম, ৭১৩ পৃ:, হাদিস: ১৩৭৩)**

হাত উঠা কর এক টুকরা এ করীম!
হে সাখী কে মাল মে হকদার হাম

(হাদায়িকে বখশিশ, ৮৩ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনা মানুষদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবে

মদীনার সুলতান প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলীশান ইরশাদ হলো: "আমাকে এমন একটি বসতীর দিকে (হিজরত) এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেটা সমস্ত বসতীকে গ্রাস করবে (সবার উপর প্রাধান্য লাভ করবে) লোকেরা সেটাকে "ইয়াছরিব" বলে আর সেটা হলো মদীনা, (এই

www.dawateislami.net

বসতী) লোকদেরকে এমনভাবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবে যেমনটি চুল্লি লোহার মরিচাকে।” (বুখারী, ১/৬১৭, হাদিস: ১৮৭১)

মদীনাকে ইয়াছরিব বলা গুনাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!! এই বর্ণনার মধ্যে মদীনাতুল মুনাওয়ারাকে “ইয়াছরিব” বলা নিষেধ করা হয়েছে। ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার, খন্ড ২১, পৃষ্ঠা: ১১৬ তে রয়েছে: মদীনায়ে তায়্যিবাকে ইয়াছরিব বলে সম্বোধন করা নাজায়িয ও নিষেধ এবং গুনাহ আর যে বলবে সে গুনাহগার। রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মদীনাকে ইয়াছরিব বলে তার উপর তাওবা করা ওয়াজিব, মদীনা হল ত্ববা, মদীনা হল ত্ববা।

আল্লামা মুনাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ “তাইসিরে শরহে জামে সগির” এ বলেন: এই হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হলো মদীনায়ে তায়্যিবার “ইয়াছরিব” নাম রাখা হারাম কেননা ইয়াছরিব বলার কারণে তাওবা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর তাওবা গুনাহ থেকেই হয়ে থাকে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১১৬)

ইয়াছরিব বলা নিষেধ কেন?

ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার খন্ড ২১ পৃষ্ঠা: ১১৯ তে রয়েছে: শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ “اَشِعَّةُ اللَّمعات شَرْحُ الِمشکوٰۃ” তে বলেন: নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানকার লোকজনের বসবাসের ও জমায়েত হওয়ার এবং সেই শহরের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করার কারণে সেটার নাম “মদীনা” রেখেছেন। আর নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেটাকে ইয়াছরিব বলতে নিষেধ করেছেন এজন্য যে, সেটা জাহিলি যুগের

www.dawateislami.net

নাম অথবা এজন্য যে সেটা "ثَرْب" থেকে গঠিত হয়েছে যেটার অর্থ হলো ধ্বংস ও ফ্যাসাদ আর "تَثْرِيْب" অর্থ হলো তিরস্কার ও সমালোচনা অথবা এই কারণে যে "تَثْرِيْب" কোন মূর্তি বা কোন অত্যাচারী ও দুষ্ট লোকের নাম ছিল। ইমাম বুখারী (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) তাঁর তারীখে একটি হাদিস এনেছেন, যেই কেউ একবার "تَثْرِيْب" বলে ফেলবে তো তাকে (কাফফারা স্বরুপ) দশবার "মদীনা" বলা উচিত। কুরআনে কারীমে যেটা "يَثْرِب" (অর্থাৎ হে ইয়াছরিববাসী!) এসেছে। মূলতঃ সেটা মুনাফিকদের কথা (অর্থাৎ তাদের বলা কথা) যে, ইয়াছরিব বলে তারা মদীনায়ে মুনাওয়ারার প্রতি বিয়াদবি করার চেষ্টা করতো। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, ইয়াছরিব বলে সম্বোধনকারী আল্লাহ পাকের দরবারে اِستِغفار (অর্থাৎ তাওবা) করে ক্ষমা চাইবে এবং অনেকে বলেন যে, মদীনাতুল মুনাওয়ারাকে যে ব্যক্তি ইয়াছরিব বলে তাকে শাস্তি দেয়া উচিত। আশ্চর্যের বিষয় হলো এটা যে, কিছু সম্মানিত ব্যক্তির মুখের পঙক্তির ভাষায় "ইয়াছরিব" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আর আল্লাহ পাক খুব ভালো জানেন এবং আযমত ও শান ওয়ালার ইলম একদম সুদৃঢ় ও চারিদিক থেকে পরিপূর্ণ।

জিন্দেগি কিয়া হে! মদীনে কে কিসি কু ছে মে মউত
মউত পাক ও হিন্দ কে যুলমত কাদে কি যিন্দেগি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মদীনার কষ্টের উপর ধৈর্যধারণকারীদের জন্য শাফায়াতের সুসংবাদ

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার কোন উম্মত মদীনার কষ্ট ও বিপদের উপর ধৈর্যধারণ করে তাহলে আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী হবো। **(মুসলিম, ৭১৬, হাদিস: ১৩৭৮)**

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন : (অর্থাৎ বিশেষ সুপারিশ। হক হলো এটি যে, এই ওয়াদা সমস্ত উম্মতের জন্য যে, মদীনায় মৃত্যুবরণকারী প্রিয় নবী, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই সুপারিশের উপযুক্ত।

তাইবা মে মর কে ঠান্ডে চলে যাও আঁখে বান্দ
সিধি সড়ক ইয়ে শাহরে শাফায়াত নাগার কি হে

(হাদায়িকে বখশিশ, ২২২ পৃ:)

মনে রাখবেন! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিজরতের পূর্বে মক্কায়ে মুয়াজ্জমায় অবস্থান করা উত্তম ছিল আর হিজরতের পর মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কায়ে মুয়াজ্জমায় থাকা মুসলমানদের জন্য নিষেধ হলো, হিজরত ওয়াজিব হয়ে গেলো আর মক্কা বিজয়ের পর সেখানে থাকা তো জায়িয, তবে মদীনায়ে মুনাওয়ারায় থাকা উত্তম বলা হয়েছে কারণ সেটা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুব নিকটে, এজন্য অধিকতর ফজিলত মদীনায়ে পাকে থাকার ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৪/২১০ পৃ:)**

মদীনা ইসলিয়ে আত্তার জান ও দিল সে হে পিয়ারা
কে রেহতে হে মেরে আক্বা মেরে সারওয়ার মদীনা মে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৮৩ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মদীনাতুল মুনাওয়ারা উত্তম

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মদীনাবাসীর উপর এমন একটি যুগ অবশ্যই আসবে যে, মানুষ উন্নত সুবিধার জন্য এখান থেকে চারণভূমির দিকে বেরিয়ে পড়বে, এরপর যখন উন্নতর সুবিধা পেয়ে যাবে তখন ফিরে আসবে আর মদীনাবাসীদের সেই বিস্তৃত ভূমির দিকে যেতে মন চাইবে অথচ তারা যদি জানতো মদীনা তাদের জন্য উত্তম।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৫/১০৬, হাদিস: ১৪৬৮৬)

উনকে দারকি ভিক ছোড়ে সারওয়ারী কে ওয়াস্তে
উন কে দর কি ভিক আচ্ছি সারওয়ারী আচ্ছি নেহী

(যওকে নাত, ১৮৫ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনাতুল মুনাওয়ারার দারিদ্রতার উপর ধৈর্যধারণকারীর জন্য সুপারিশের সুসংবাদ

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ফারুকে আযম رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন, মদীনায় যখন পণ্যের দাম বেড়ে গেলো আর অবস্থা খুব করুণ হয়ে গেলো তখন রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: "ধৈর্য ধরো আর খুশি হও কেননা আমি তোমাদের صاع ও مُد কে তথা ওজনের যন্ত্রে বরকতময় করে দিয়েছি আর সবাই মিলে খাবার খাও কেননা একজনের খাবার দুইজনের জন্য আর দুইজনের খাবার চারজনের জন্য এবং পাঁচজনের খাবার ছয়জনের জন্য যথেষ্ট। আর নিশ্চয়ই একতাবদ্ধের মধ্যে বরকত রয়েছে সুতরাং মদীনার দারিদ্রতার উপর যে ব্যক্তি ধৈযধারণ করবে আমি

কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করবো অথবা তাদের পক্ষে সাক্ষী দিবো এবং যারা এই অবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে মদীনা থেকে চলে যাবে আল্লাহ পাক তাদের চেয়ে উত্তম লোকদেরকে এখানে স্থান দিবেন আর যে মদীনাবাসীদের ক্ষতি করার ইচ্ছাপোষণ করলো আল্লাহ পাক তাকে এমনভাবে বিগলিত করে দিবেন যেমনটি পানিতে লবণ গলে যায়।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩/৬৫৭, হাদিস: ৫৮১৯)

শাহে কওনাইন নে যব সদকা বাঁটা
যমানে ভর কো দম মে কর দিয়া খুশ

(যওকে নাত, ১৩৯ পৃ:)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনা শরীফের কষ্ট সহ্য করার ফযিলত

দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার ২৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “বেহেশত কি কুঞ্জিয়া” এর ১১৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি স্ব-ইচ্ছায় আমার যিয়ারত করতে আসল কিয়ামতের দিন সে আমার হেফাযতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি মদীনায় প্রশান্তিময় (অর্থাৎ বসতী স্থাপন) করবে এবং মদীনার কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করবে আমি কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষী দিবো এবং তার জন্য শাফায়াত করবো এবং যে ব্যক্তি হারামাইন (অর্থাৎ মক্কা, মদীনা) শরীফের মধ্য থেকে যেকোন একটিতে মারা যাবে আল্লাহ পাক তাকে এই অবস্থায় কবর থেকে উঠাবেন যে, সে কিয়ামতের ভয় থেকে নিরাপদ থাকবে। **(মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৫১২, হাদিস: ২৭৫৫)**

www.dawateislami.net

মদীনা শরীফে বসবাস করা কেমন?

মনে রাখবেন! মদীনায়ে মুনাওয়ারায় শুধুমাত্র তারই বসবাস করার অনুমতি রয়েছে যে সেটার সম্মান বজায় রাখতে পারবে, যে এমনটি করতে পারবে না তার জন্য সেখানে স্থায়ী বা দীর্ঘদিন বসবাস করা নিষেধ যেমন ফতোওয়ায়ে রযবীয়া খন্ড ১০, ৬৯৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: (ফাতহুল ক্বদীর এর রচয়িতা বলেন:) আমি বলছি: কেননা মদীনায়ে তাইবায় অধিক রহমত, স্বাদ ও প্রশান্তি, দয়া সবচেয়ে বেশি প্রশস্ত এবং ক্ষমা সবকিছু খুব দ্রুত হয়ে থাকে যেমনটি (অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত) وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن। এরপরও ভুল হওয়ার ভয় এবং সেখানকার সম্মান ও মর্যাদার কমতির ভয় তো আছেই আর এটাই তো স্থায়ী বসবাসের বাধা, তবে সেসব ব্যক্তি যারা ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তাদের জন্য সেখানে থাকা (দীর্ঘ সময় ধরে বসবাস করে) সেখানে ইন্তেকাল করার সৌভাগ্যের বিষয়।

মদীনায় ইস্তিঞ্জা করার ঘটনা

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ফতোওয়ায়ে রযবীয়া খন্ড ১০, ৬৮৯ পৃষ্টায় "আল মাদখল" এর উদ্ধৃতিতে ঘটনা লিখেন: "সায়্যিদুল জলিল আবু আব্দুল্লাহিল কাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মদীনা শহরে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময় হলে তিনি মদীনা শহরের একটি স্থানের দিকে গেলেন আর সেখানে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়ার ইচ্ছা করলেন "যে কাজ করতে তার মন নিষেধ করছিল", তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল "তখন তিনি উত্তর দিলেন: "সমস্ত হাজ্বীরা তো এমনই করে," তখন জবাবে তিনবার আওয়াজ আসল: কোথাকার হাজ্বী? কোথাকার হাজ্বী? কোথাকার হাজ্বী? অতঃপর তিনি শহরের বাহিরে চলে

www.dawateislami.net

গেলেন এরপর প্রাকৃতিক প্রয়োজন (অর্থাৎ প্রশ্রাব ইত্যাদি) সারলেন এরপর ফিরলেন।

মদীনায় অবস্থান করার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিধানের উপর আমল করা

সামনে আরেকটু অগ্রসর হয়ে "মাদখল প্রণেতার" উদ্ধৃতি দিয়ে আরও লিখেন: হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ হলো তাঁর আদেশ সমূহের অনুসরণ (অর্থাৎ হুকুম আহকাম পালন) এবং নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে থাকা (অর্থাৎ যেসব কার্যাদি করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকা) অবস্থায় মানুষ যেকোন জায়গায় বসবাস করুক (মূলতঃ) সেটাই হবে হুকুম পালন। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০/৬৮৯)**

গমে মুস্তফা জিস কে সিনে মে হে
কাহি ভী রেহে ওহ মদীনা মে হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনা শরীফের ১৭টি বিশেষত্ব

(এমনিতেই মদীনা শরীফের অসংখ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে তবে বরকত অর্জনের জন্য এখানে শুধুমাত্র ১৭টি বর্ণনা করেছি)

★ পৃথিবীর বুকে এমন কোন শহর নেই যার নাম এতো অধিক হবে যত অধিক মদীনাতুল মুনাওয়ারার রয়েছে। অনেক ওলামায়ে কেরাম ১০০টি পর্যন্ত নাম লিপিবদ্ধ করেছেন? মদীনাতুল মুনাওয়ারা এমন একটি শহর যেটার ভালোবাসা ও ভক্তি এবং বিচ্ছেদে দুনিয়ার ভিতর সবচেয়ে বেশি ভাষায় ও সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় কসিদা রচনা করা হয়েছে, লিখা

www.dawateislami.net

হচ্ছে এবং আরও লিখা হতে থাকবে। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানে হিজরত করেছেন এবং সেখানে বসবাস করেছেন? আল্লাহ পাক সেটার নাম রেখেছেন ত্বা? রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন মদীনাতুল মুনাওয়ারার নিকটে পৌঁছে অধিক আগ্রহের কারণে স্বীয় বাহনের গতি বাড়িয়ে দিতেন? ★ মদীনাতুল মুনাওয়ারা নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হৃদয় মুবারকের প্রশান্তি? সেখানকার, ধূলোবালি নিজের নুরানী চেহারা থেকে মুছতেন না এবং সাহাবায়ে কেরামদেরও رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ সেটা করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন যে, মদীনার মাটিতে শিফা রয়েছে। **(জযবুল কুলুব, ২২ পৃ:)** হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, যখন রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন তখন তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না কারি কিছু সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এর সাথে সাক্ষাত হলো তাঁরা বালি উড়াচ্ছিল, এক ব্যক্তি নিজের নাক ঢেকে রাখলো তখন রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার নাক থেকে কাপড় সরিয়ে দিলেন আর বললেন: সেই সত্তার শপথ যাঁর কুদরতি হাতে আমার প্রাণ! "মদীনার মাটিতে প্রত্যেক রোগের শিফা রয়েছে।" **(জামেউল উসুল লিল জুযরী, ৯/২৯৭, হাদিস: ৬৯৬২)** ★ যখন কোন মুসলমান যিয়ারতের নিয়তে মদীনাতুল মুনাওয়ারায় আসে তখন ফেরেশতারা রহমতের উপহার নিয়ে তাকে স্বাগত জানায়। **(জযবুল কুলুব, ২১১ পৃ:)** নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনায়ে মুনাওয়ারায় ইন্তেকাল করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন? ★ এখানে মৃত্যুবরণকারীর জন্য রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুপারিশ করবেন? ★ যে ব্যক্তি অযু করে মসজিদে নববী শরীফে নামায আদায় করে সে হজের সাওয়াব অর্জন করে থাকে। হুজরা মুবারক ও মিম্বর মুবারকের

www.dawateislami.net

মাঝখানের স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য হতে একটি বাগান। ★ মসজিদে নববী শরীফে এক রাকাত নামায আদায় করা পঞ্চাশ হাজার রাকাত আদায় করার সমান। (ইবনে মাজাহ, ২/১৭৬, হাদিস: ১৪১৩) ★ মদীনায়ে মুনাওয়ারার জমিনের উপর প্রিয় নবীর মাযার রয়েছে, যেখানে সকাল সন্ধা সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হয় ★ এখানকার জমিনের সেই মুবারক অংশটি যেটার উপর রাসূলে আকদস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দেহ মুবারক অবস্থিত রয়েছে,সেই স্থানটি খানায়ে কাবা, বায়তুল মা'মুর, আরশ ও কুরসী এবং জান্নাত অপেক্ষাও উত্তম ★ দাজ্জাল মদীনায়ে মুনাওয়ারায় প্রবেশ করতে পারবে না ★ মদীনাবাসীদের সাথে ক্ষতি করার ইচ্ছাপোষণকারী আযাবের সম্মুখীন হবে ★ সেখানকার কবরস্থান "জান্নাতুল বাকী" পৃথিবীর সমস্ত কবরস্থানের চেয়ে উত্তম, সেখানে প্রায় ১০ হাজার সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতে আতহার رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِين এবং অসংখ্য তাবেয়ীনে কেরাম ও আউলিয়ায়ে ইযাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এবং অন্যান্য সৌভাগ্যবান মুসলমান কবরস্থ হয়েছেন।

রহে উন কে জলওয়ে বাসে উন কে জলওয়ে
মেরা দিল বনে ইয়াদগার মদীনা। (যওকে নাত, ২১৩ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদে নববী শরীফের জমিন অর্জন

মসজিদে নববী শরীফের জমিন দুইজন এতিম বাচ্চা সাহাল ও সুহাইল (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) এর মালিকানায় ছিল, এখানে সেখানকার মুশকিরদের কবর ছিল, জমিন অমসৃণ ছিল, এই দুইজন বাচ্চা হযরত আসআদ বিন যুরারাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর দায়িত্বে ছিল। এই জমিনে খেজুর শুকানো হত। হুযুর

www.dawateislami.net

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাচ্চাদেরকে বললেন: এই জমিন আমার কাছে বিক্রি করে দাও যাতে এখানে মসজিদ নির্মাণ করতে পারি। সেই বাচ্চাগুলো আদব ও ভক্তি সহকারে বলল: আক্বা! এই জমিনটি আমাদেরকে পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে কবুল করুন, তখন নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের এই আবদারকে সসম্মানে কবুল করে নিলেন। অবশেষে মূল্য পরিশোধ করে এই জমিনটি ক্রয় করে নিলেন। মুসলমানদের প্রথম খলিফা, আশিকে আকবর, সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ১০ হাজার দীনার আদায় করলেন। **(মদীনাতুর রাসূল, ১৩০ পৃ:)** অপর রেওয়ায়েতে রয়েছে, এই জায়গাটি বনু নাজ্জারের ছিল। নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই জায়গাটির মূল্য পরিশোধ করলেন, তারা বলল: আমরা এটির মূল্য আল্লাহ পাকের কাছ থেকে নিবো। **(ওয়াফাউল ওয়াফা, ১/৩২৩)** জমিনের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ছিল প্রায় ১০০ গজ।।

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হযরত জিবরাঈল আমিনের উপস্থিতি

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত, যখন রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে নববী শরীফের নির্মাণ কাজ শুরু করার ইচ্ছাপোষণ করলেন তখন হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام উপস্থিত হলেন আর বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটার উচ্চতা সাত হাত (অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন গজ) রাখবেন, সেটার সৌন্দর্যতায় যেন কমতি না হয়। **(ওয়াফাউল ওয়াফা, ১/৩৩৬)** তখনকার সময় নির্মাণের এটাই পদ্ধতি ছিল, মসজিদে ত্বাক সম্পন্ন মেহরাব, গম্বুয ও মিনার ইত্যাদি ছিল না। যুগের পরিবর্তনে এখন আলীশান মসজিদ নির্মাণের অনুমতি হয়েছে। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ খন্ড ৮, পৃষ্ঠা: ১০৬

www.dawateislami.net

“দুররে মুখতার”এর উদ্বৃতির একটি অংশে রয়েছে: মেহরাব ব্যতীত মসজিদের অন্যান্য অংশে নকশা করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই কেননা মেহরাবের নকশা ও খোদাই নামাযীর মনোযোগ নষ্ট করে। আর অতিরিক্ত নকশা ও খোদাই করার কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা বিশেষ করে কিবলার দিকের দেয়ালে করা মাকরুহ।

মসজিদে নববী শরীফের নির্মাণ

এই জায়গা (PLOT) থেকে খেজুরের গাছগুলোকে কেটে ফেলা হলো, (১ রবিউল আউয়াল মোতাবেক অক্টোবর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে, মসজিদে নববী শরীফের নির্মাণ কাজের ভিত্তি স্থাপন করা হয়)। সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین এবং স্বয়ং হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইট বহন করেছেন এবং নিজের পবিত্র যবানে এটা বলেছেন: اَللّٰھُمَّ اِنَّ الْاَجْرَ اَجْرُ الْاٰخِرَۃ فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُھَاجِرَۃ “হে আমার পালনকর্তা! আখিরাতের প্রতিদানই উত্তম, তুমি আনসার ও মুহাজিরদের উপর দয়া কর।” **(ওয়াফাউল ওয়াফা, ১/৩২৬-৩২৮)**

মসজিদে নববী শরীফের নির্মাণ কাজে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অংশ নিয়েছেন

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: প্রিয় নবী, রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হাতে করে ইট নিয়ে আসছিলেন, এটা দেখে আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এই ইটগুলো আমাকে দিয়ে দিন আমি নিয়ে যাচ্ছি, বললেন: আরও অনেকগুলো ইট রাখা আছে, সেখান থেকে নাও! এগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৩/৩২৩, হাদিস: ৮৯৬০)** মসজিদে নববী শরীফ কাঁচা ইট দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে আর

www.dawateislami.net

সেটার ছাদ খেজুরের ডাল দিয়ে বানানো হয়েছে এবং সেটার খুঁটি খেজুর গাছ দিয়ে বানানো ছিল। **(ওয়াফাউল ওয়াফা, ১/৩২৭)**

তেরি সাদগী পে লাখো তেরি আজিযী পে লাখো
হো সালাম আজিযানা মাদানী মদীনে ওয়ালে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৮৫ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদে নববী শরীফে নামাযের ফযিলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী: (১) যে ব্যক্তি মসজিদে নববী শরীফে লাগাতার চল্লিশ ওয়াক্ত নামায আদায় করেছে তার জন্য জাহান্নাম ও নিফাক থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয়। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৪/৩১১, হাদিস: ১২৫৮৪)** (২) যে ব্যক্তি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে শুধুমাত্র আমার মসজিদে নামায আদায় করার ইচ্ছায় বের হলো এই পর্যন্ত যে সেটাতে নামায আদায় করলো তাহলে সেটার সাওয়াব একটি হজ্বের সমান। **(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪৯৯, হাদিস: ৪১৯১)** (৩) আমার মসজিদে এক নামায পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমান। **(ইবনে মাজাহ, ২/১৭৬, হাদিস: ১৪১৩)**

সদ গাইরতে ফিরদৌস মদীনে কি যমিঁ হে
বায়িছ হে ইয়েহী ইস কা কে তু ইস মে মকী হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

আত্তারের দোয়া: 1
দরুদ শরীফের ফযিলত.. 1
মদীনাতুল মুনাওয়ারার ফযিলত.. 1
কুরআনে পাকে মদীনার আলোচনা 2
"মদীনায়ে মুনাওয়ারার" ১২টি নাম 3
মদীনাতুল মুনাওয়ারায় মৃত্যুবরণ করার ফযিলত 3
দাজ্জাল মদীনায়ে মুনাওয়ারায় প্রবেশ করতে পারবে না.. 4
মদীনাতুল মুনাওয়ারা প্রত্যেক বিপদ থেকে নিরাপদ.. 4
মদীনার তাজা ফল.. 5
মদীনা মানুষদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবে.. 5
মদীনাকে ইয়াছরিব বলা গুনাহ.. 6
ইয়াছরিব বলা নিষেধ কেন?.. 6
মদীনার কষ্টের উপর ধৈর্যধারণকারীদের জন্য শাফায়াতের সুসংবাদ 8
মদীনাতুল মুনাওয়ারা উত্তম.. 9
মদীনাতুল মুনাওয়ারার দারিদ্রতার উপর ধৈর্যধারণকারীর জন্য সুপারিশের সুসংবাদ 9
মদীনা শরীফের কষ্ট সহ্য করার ফযিলত 10
মদীনা শরীফে বসবাস করা কেমন?.. 11
মদীনায় ইস্তিঞ্জা করার ঘটনা.. 11
মদীনায় অবস্থান করার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিধানের উপর আমল করা.. 12
মদীনা শরীফের ১৭টি বিশেষত্ব 12
মসজিদে নববী শরীফের জমিন অর্জন.. 14
প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হযরত জিবরাঈল আমিনের উপস্থিতি.. 15
মসজিদে নববী শরীফের নির্মাণ.. 16
মসজিদে নববী শরীফের নির্মাণ কাজে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অংশ নিয়েছেন.. 16
মসজিদে নববী শরীফে নামাযের ফযিলত 17

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه / খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত আলহাজ্ব আবু উসাইদ উবাইদ রযা মাদানী مُدَّظِلُّهُ الْعَالِى এর পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি পুস্তিকা পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। مَاشَاءَ اللّٰه الْكَرِيْم! লাখো ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই পুস্তিকা পড়ে বা শুনে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه / খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়ার ভাগিদার হয়ে থাকে। এই পুস্তিকাটি অতিওতে দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net অথবা Read and listen Islamic book অ্যাপ্লিকেশন থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করা যাবে। সাওয়াবের নিয়্যতে নিজে পড়ুন এবং নিজের মরহুমদের ইসালে সাওয়াবের জন্য বন্টন করুন।

(সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৫৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net